E-Text

Module Details

Name of Subject- History

Paper Name- C.C- paper (Under CBCS-Hons)-III and GE-CC(Paper)-1I= History of India (From 600 to 1206 A.D.)

Module Name/ Title – **Studying Early Medieval India**– Sources: texts, epigraphic and numismatic data **Debates on Indian feudalism (Hons)**, Society, Economy and Culture in Early Medieval: **The Feudalism debate (GE).**

Pre-requisites- To have a knowledge about the Maurya Period and Early Gupta Period.

Objects:-

a) to give a little idea regarding the Feudalism in Gupta Period.

b) To give the idea, the rise of Feudalism and effect of the Feudalism in India.

c) To give information regarding Economic Condition (Agrahar) of Gupta Period,

d) To give idea regarding the Social position of Man-Sudra,Boishya,Khaitrya,and Brahmana in that Period

e) To learn the Students regarding De-centralization of Administration of the Period .

f) To motivate the students by this learning, information /materials regarding of Feudalism.

Key words:- Agrahar System , Bhukti , Slav, Deficiency of Coin Urban Decay ,Land-Lord.

Role as Principal Investigator and paper content writer-
Nimai Chandra Mondal, Assistant Professor in History (Dept.Head),Kabi Nazrul College,Murarai, Birbhum,West Bengal

Affiliated University-Burdwan University

গুপ্তযুগে ভারতে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব : প্রশ্ন ও পাল্টা প্রশ্ন :-

professor Ram Sharan Sharma,in his book *'Indian Feudalism'* analyses the practice of land grants, which became considerable in the Gupta Period and widespread in the post-Gupta period. It describes how this led to the emergence of a Class of Land-Lord, endowed with fiscal and administrative rights superimposed upon a class of peasantry which was deprived of communal agrarian rights.

১) সামন্ততন্ত্রের সংঙ্গা- কেন্দ্রীয় শক্তির অনুপস্থিতি-

২) প্রাচীন ও আদি মধ্যভারতে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব- মার্কসীয় দর্শনে ।

৩) ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের স্বরুপ-ভূস্বামী-ভূমিদাস,পিরামিড তত্ব-

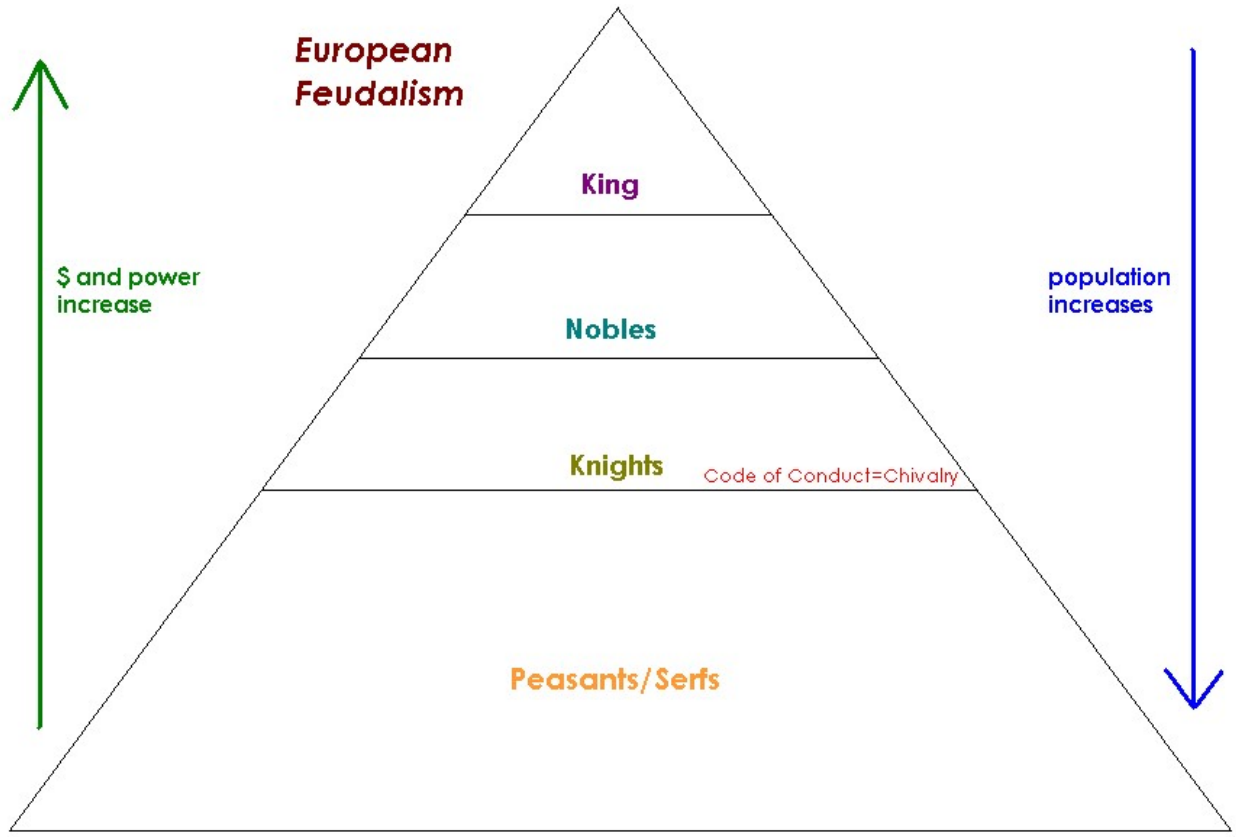

৪) ভারতীয় সামন্ততন্ত্র স্বরুপ,উদ্ভব-রাম শরণ শর্মা-তার ইন্ডিয়ান ফিউডালিজম ও হাউ ফিউডাল

ওয়াজ ইন্ডিয়ান ফিউডালিজম গ্রন্থে দেখিয়েছেন,এর উদ্ভব ঘটে ৩০০-৬০০ খ্রীষ্টীয়ব্দ অব্দে ,এর বিকাশ বা বিস্তার ঘটে ৬০০-৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এর ৯০০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এর পতন ঘটে ।

৫) ঐতিহাসিক ডি.ডি কোশাম্বী-এর গ্রন্থ-এ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু দি স্টাডি ওফ ইনডিয়ান হিসট্রি-তে ওপর থেকে সামন্ততন্ত্র এব্য নীচ থেকে সামন্ততন্ত্র ব্যাখ্যা করেছেন, বলেছেন পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত সাম্রাজে ছোট ছোট প্রদেশকে সামন্ত অঞ্চল বলা হত ।

৬) রাম শরণ শর্মা-এর মতে ইউরোপের মতো র্বহিআক্রমণ নয়,ভারতে সামন্ততন্ত্র উদ্ভব হয়েছে তার অভ্যন্তরে । ড়. আর. এস. শর্মা তার গবেষণার্ধমী বই দি কলি এজ-এ পিরিয়ড অব সোস্যাল ক্রাইসিস তে দেখিয়েছেন য পুরানে র্বণিত আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্র ক্রমিক অবনতি, ব্রাক্ষ্যণ ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্য,শূদ্র শ্রেণীর মধ্যে সংর্ঘষ প্রমাণ করে রাষ্টীয় ক্ষমতা হ্রাসের,

৭) অগ্রহার ব্যবস্থা -বড় বড় রাজা র্কতৃক ব্রাক্ষ্যণ,মন্দির,বৌদ্ধ র্ধমীয় প্রতিষ্ঠানকে জমি দান,যা ইউরোপীয় ম্যানর ব্যবস্থার সামিল (মধ্যভারত)

৮) অনুর্বর জমিকে র্কষণ যোগ্য করার জন্য ব্রাক্ষ্যণ,মন্দিরকে জমি দান (লোকনাথের তিপেরা তাম্রশাসন, এবং সমাচারদেবের শিলালেখ ।

Indus
PLATEAU OF TIBET
Puruṣapura
Taxila (Takṣaśilā)
Chenāb
Śākala
YAUDHEYA
Ganga
Brahmaputra
Sutlej
Indraprastha
GREAT HIMALAYA RANGE
Indus
GREAT INDIAN DESERT
ĀRJUNĀYANA
NEPĀLA
KĀMARŪPA
Ghāghara
Yamunā
Kannauj
PUNDRAVARDHANA
Vaiśālī
Pāṭaliputra (Patna)
RANN OF KACHCHH
Prayāga (Allahābād)
Kāśī
Campā
MĀLAVA
ĀBHĪRA
(Vārānasi)
Bodh Gaya
Ujjayinī (Ujjain)
Airikiṇa (Eran)
MAGADHA
SAMATATA
Sāñcī (Sānchi)
SAURĀṢTRA
ŚAKA
Tāmralipta
Narmada
Valabhī
Bharukaccha
DECCAN
VĀKĀṬAKA
Godāvari
PLATEAU
Arabian Sea
Bay of Bengal
PALLAVA
Kāñcīpuram (Kānchipuram)
CĒRA
COḶA
Kāveri
PĀṆḌYA
SINHALA
0 100 200 300 400 mi
0 200 400 600 km
© 1994 Encyclopaedia Britannica, Inc.
Probable boundary under Candra Gupta II
Southern campaign of Samudra Gupta

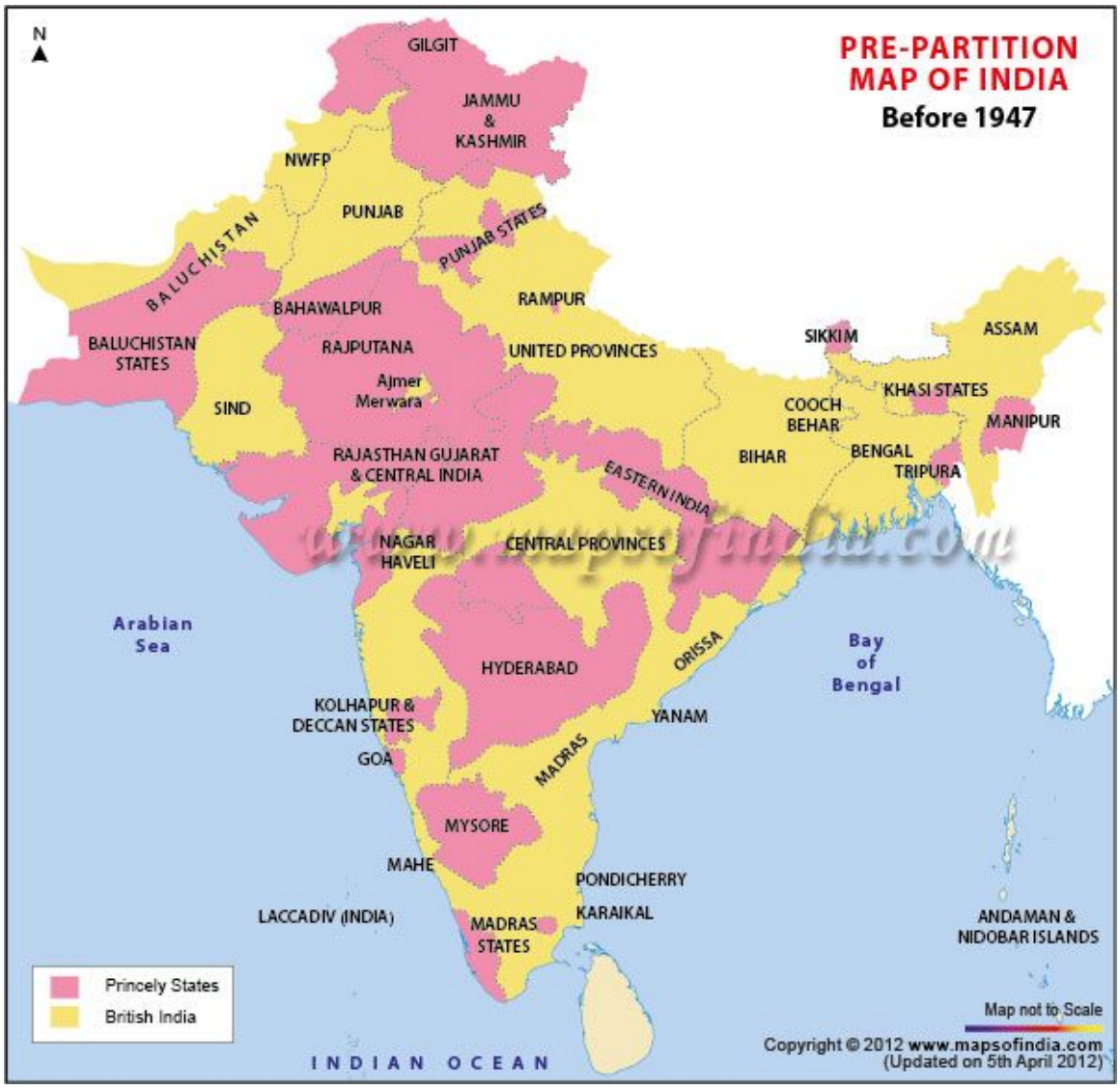
N
PRE-PARTITION
MAP OF INDIA
Before 1947
GILGIT
JAMMU & KASHMIR
NWFP
PUNJAB
PUNJAB STATES
BALUCHISTAN
BAHAWALPUR
RAMPUR
BALUCHISTAN STATES
RAJPUTANA
UNITED PROVINCES
SIKKIM
ASSAM
Ajmer Merwara
SIND
KHASI STATES
COOCH BEHAR
MANIPUR
RAJASTHAN GUJARAT & CENTRAL INDIA
BIHAR
BENGAL
TRIPURA
EASTERN INDIA
NAGAR HAVELI
CENTRAL PROVINCES
Arabian Sea
Bay of Bengal
HYDERABAD
ORISSA
KOLHAPUR & DECCAN STATES
YANAM
GOA
MADRAS
MYSORE
MAHE
PONDICHERRY
KARAIKAL
LACCADIV (INDIA)
MADRAS STATES
ANDAMAN & NIDOBAR ISLANDS
Princely States
British India
Map not to Scale
INDIAN OCEAN
Copyright © 2012 www.mapsofindia.com
(Updated on 5th April 2012)

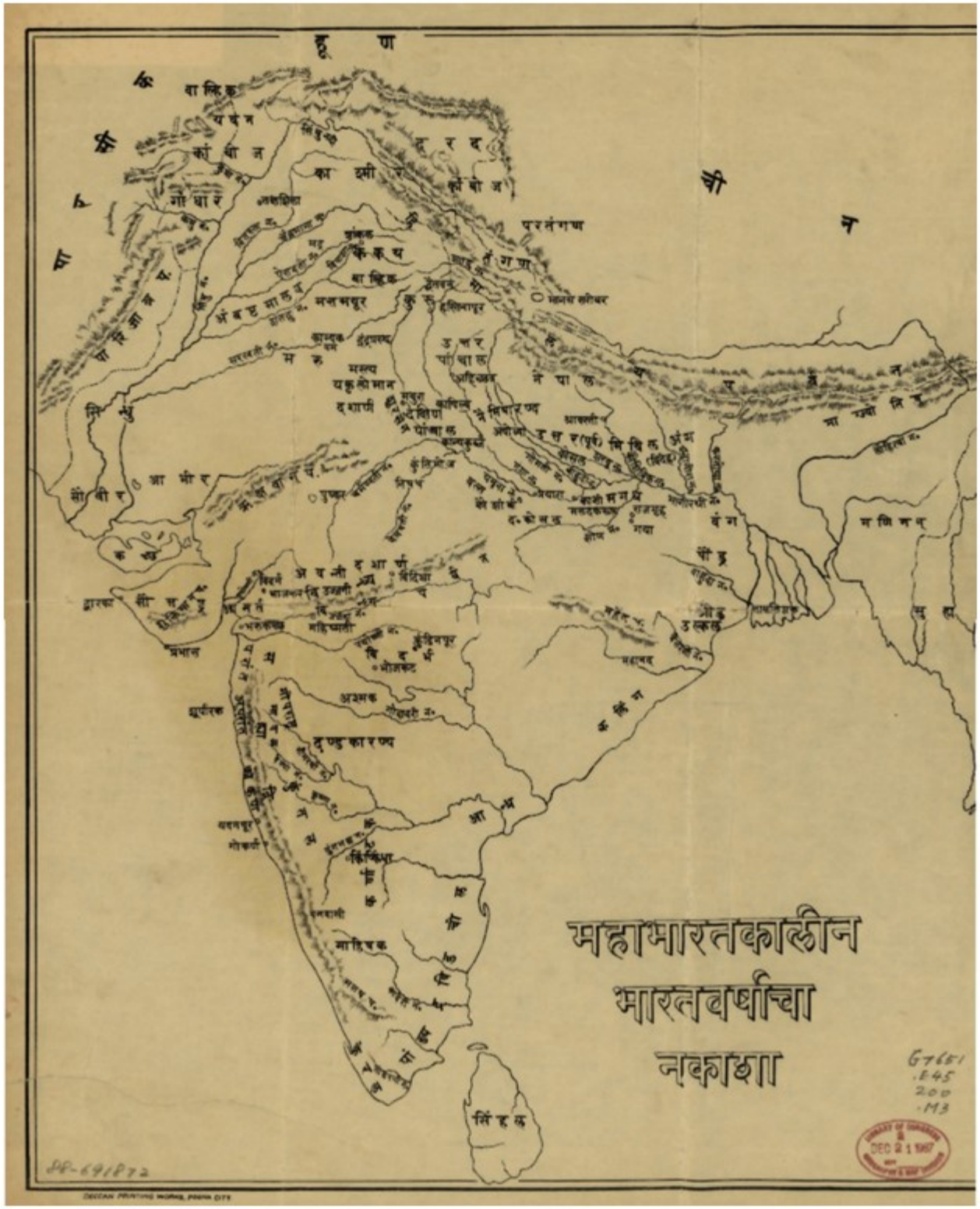

G7651
.E45
200
.M3
LIBRARY OF CONGRESS
DEC 21 1967

৯) চাষীরা দাস তুল্য-রাম শরণ শর্মা মতে,বলভীর দ্বিতীয় ধরসেনের অনুদান পত্র চাষীদের হসস্তন্তরিত হোয়ার ঘটনা ।
১০) নারদ স্মৃতিতে-উৎপাদনের সাথে যুক্ত দাসদের সংখ্যা হ্রাস,শুদ্রদের দাসত্ব থেকে মুক্তি,তাদের কৃষককে পরিনত ।
১১) অগ্রহার ব্যবস্থায় সংশিস্ট গ্রামের উপর দান গৃহিতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা রাজস্ব আদায় থেকে আরম্ভ কেরশাসন-বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্তি,ভূস্বামিতে পরিণত ।
১২) রাম শরণ শর্মা-এর মতে গুপ্ত আমলে ভূক্তি শব্দটি ভোগের সাথে তুলনীয়-(মহারাজ র্সবনাথের দ্বারা ভোগ্য প্রদেশ-৫০৮-০৯ খ্রী:) ।

১৩) ইউরোপের মতো গুপ্ত আমলে প্রশাসনিক পদ বংশানুক্রমিক হয়ে যায়-গুপ্ত শাসক দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উদয়গিরি ও সাচী শিলালেখ-মন্ত্রী ও সচিবদের পদ বংশানুক্রমিক হয়ে যায়,তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ে,যা সামন্ততন্ত্রের ইঙ্গিত দেয় ।

১৪) পরাক্রমশালী শাসকের ছোট ছোট রাজ্যগুলির ওপর আধিপত্য যেমন সমুদ্রগুপ্ত কিছু ক্ষুদ্র ক্ষদ্র রাজা ও প্রজাতান্তিক শাসকদের পরাজিত করলেও তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন,আনুগত্য ও রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে জা সামন্ততন্ত্রের নামান্তর ।

১৫) রাম শরণ শর্মা-এর মতে সমকালীন বকাটক ও কলুদরিদের শিলালেখতে ‘বিষ্টি’ শব্দের উল্লেখ,যা অর্থ বেগার প্রথা,বাৎস্যায়নের ‘কামসূত্রে’ গুপ্ত আমলে বেগার প্রথার উল্লেখ আছে ।
১৬) গুপ্ত আমলে তাম্রমুদ্রার অভাব,বাণিজ্যে অবনতি ঘটে,ফা-হিয়েন বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কড়ির কথা বলেছেন,আর্ন্তজাতিক সমুদ্র বাণিজ্যের অবনতি ঘটে,গিল্ড বা নিগমগুলি মুদ্র জারি করার ক্ষমতা পেয়েছিল ।

১৭) রাম শরণ শর্মা-এর ,তার ‘আরবান ডিকে ইন ইন্ডিয়া’তে দেখিয়েছেন নগরে অবক্ষয়-বৈশালী,কৌশাম্বী,শ্রাবস্তী প্রভৃতি নগরের অবক্ষয় হয়েছিল,জনবসতি হ্রাস পায় (খ্রীস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে)

১৮) অর্থাৎ অগ্রহার ব্যবস্থা ,বাণিজ্যে অবনতি, তাম্রমুদ্রার অভাব,নগরে অবক্ষয় প্রভৃতি প্রমান করে সামন্ততন্ত্রকে ।

বিরোধী-যুক্তি :-

ইউরোপীয় ধাঁচে ভারতে যে সামন্ততন্ত্র গড়ে ওঠেনি তার র্সমথনে যুক্তি দেখিয়েছেন দীনেশ চন্দ্র সরকার,হরবন্স মুখিয়া,ব্রজলুলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ।

১) ল্যান্ডর্লডিজম অ্যান্ড টেন্যান্স ইন এ্যানসেন্ট অ্যানড মিডিয়াভেল ইনডিয়া অ্যাজ রিভিল্ড বাই এপিগ্রাফিক রের্কডস বই-এ দিনেশ চন্দ্র সরকার দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে অগ্রহার ব্যবস্থায় রাজশক্তির প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পেয়েছিল,তাম্রশাসনগুলিতে তা প্রমাণ করে ।,তিনি বলেন,দান গ্রহীতার কর ভোগ করার অধিকার থাকলেও কর সংগ্রহের প্রশাসনিক কোন অধিকার ছিল না।,নিবির্ধম অনুসারে ব্রাক্ষণ বা র্ধমীয় প্রতিষ্ঠান জমি ভোগ করলেও জমি হস্তান্র করতে পারত না । আর ব্রক্ষণ বা র্ধমীয় প্রতিষ্ঠানকে অনাবাদী জমিই দান করা হতো, সুতরাং ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ঠ্য ম্যানর ব্যবস্থা ভারতের লেখমালায় পরিলক্ষিত হয় না ।

২) ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের অপর বৈশিষ্ঠ্য কৃষক পীড়ন বা ভূমিদাস প্রথা ভারতের লেখমালায় বা অন্য কোন উপাদানে পাওয়া যায় না । হরবন্স মুখিয়ার মতে ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থায় ভূমিদাসদের কোন অস্থিত্ব ছিল না ,

৩) রাম শরণ র্শমা-এর মুদ্রার অপ্রতুলতা,বাণিজ্যের অবনতি,অর্তনৈতিক অবক্ষয় এই তত্বগুলি উড়িয়ে দিয়েছেন ঐতিহাসিক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,তার মতে সপ্তম শতকের পর থেকে ইসলাম র্ধমের দ্রুত প্রসারের ফলে ভারতে বাণিজ্যের ইতিহাসে এক নতূন দিগন্ত উন্মোচিত হয়, আর সপ্তম শতক থেকে এয়োদশ শতক র্পযন্ত সময়ে রৌপমুদ্রার ব্যাপক ব্যবহার ছিল,যা বাণিজ্যের গতিময়তাকেই প্রমাণ করে ।

৪) ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় পরাতাত্বিক ও শিলালৈখিক র্নিদশনের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে রাম শরণ র্শমার সাবিক নগর অবক্ষু তথ্য সঠিক নয়,কারণ এই সময়
অহিচ্ছত্র,অত্রঞ্চিখেরা,রাজঘাট,চিরান্দ,পেহোয়া,তত্বানন্দপুর প্রভৃতি নগরের অস্তিত্ব
ছিল,,কাবেরীপত্তনমের সমৃদ্ধির কথা (খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক) তামিল মহাকাব্য শিলপ্পাদিকারম ও মনিমেখলাই-এ পাওয়া যায় ।
৫) তা ছাড়া ব্রাক্ষণ বা র্ধমীয় প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত জমি দান প্রয়োজন মনে করলে রাজা তা ফিরিয়ে নিতে পারতেন ।

ভারতের প্রকৃত অর্থে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল কি ছিল না তা র্বিতকিত বিষয়,তবে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের ছক অনুযায়ী ভারতে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব যদি অস্বীকার করা যায় তা হলে ও রাম শরণ র্শমার একগুচ্ছ শিলালৈখিক র্নিদশন ভূমিব্যবস্থায় অর্ন্তবতীদের (কৃষক ও রাষ্ট্রশক্তির মধ্যর্বতী স্তরে অবস্থিত ব্রাক্ষণ) আর্বিভাবকে অস্বীকার করা যায় না ।অগ্রহার ব্যবস্থায় ব্রাক্ষণদের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়েছিল তা স্বীকার্য্য,ব্রাক্ষণ শ্রেণী র্কতৃক অনাবাদী জমিকে আবাদী করার মধ্য দিয়ে কৃষি বিস্তারে পথ জে সুগম হয় তা অবশ্যই সত্য,ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের ধাঁচে ভারতে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব না হলেও সামন্ততন্ত্রের কিছু কিছু উপাদান গুপ্তযুগীয় অর্থনীতি ও প্রশাসনে দেখা দিয়েছিল।